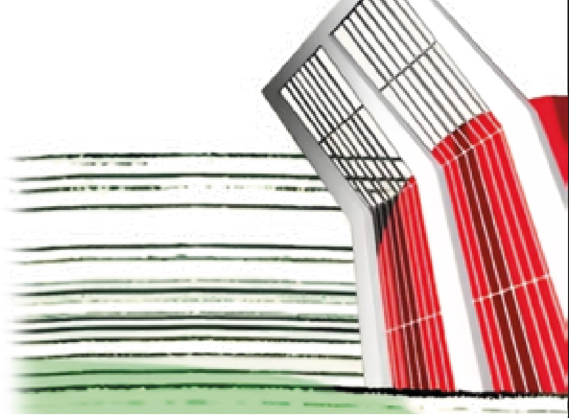

১২তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল ২০১০ সাল এবং সে বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি); বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি); বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ; মৌলিক গ্রন্থ; মাতৃভাষা পত্রিকা; অন্যান্য প্রকাশনা; শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা; বার্ষিক প্রতিবেদন; ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন; উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন; সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন; বিশেষ পুস্তিকা; মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা); Mother Language Journal; Annual Report; IMLI News Letter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সব কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এ কার্যক্রম প্রধানত তিন ধরনের–

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা ও News Letter;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা;
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. ভাষা ডকুমেন্টেশন প্রতিবেদন।

❖ **এই প্রতিষ্ঠান হতে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ কালসীমায় নিম্নরূপ দাপ্তরিক কার্যক্রম ও অনুবাদ সংক্রান্ত প্রকাশনা সম্পাদিত হয়েছে। এগুলো হলো:**

১. মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫
২. রূপকথার হংসী মা (অনুবাদ)।

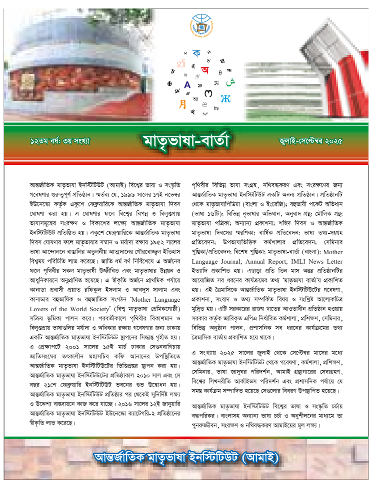

মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫

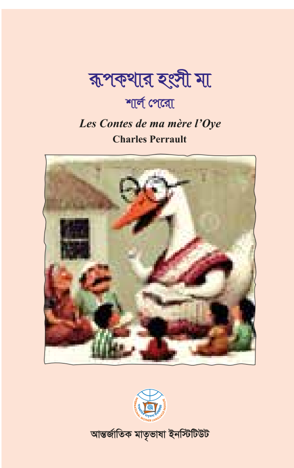

রূপকথার হংসী মা

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এবং গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দিক নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ২৬শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকাল ৩:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩১১) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণায় ১ (এক) জন এবং ফেলোশিপ গবেষণায় ৬ (ছয়) জনের গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন করে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের এমফিল গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জনাব সাবিহা আল হুমায়রা মমি, প্রভাষক (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ ৩ মাস (১লা অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জনাব নাজনীন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণার মেয়াদ ৩ মাস (১লা নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৬শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বেলা ২:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মামুন আল মোস্তাফা-এর 'Political Economy of Linguistic Practices in Bangladesh: Some Implications for 20th Century' শীর্ষক গবেষণাকর্মের ওপর ২য় সেমিনার এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলামের 'Factors Affecting Language's Extinction: A Case Study on Ethnic Minority Languages of Mymensingh' শীর্ষক গবেষণাকর্মের সর্বশেষ বা চূড়ান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকর্মের নিজ নিজ প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সেমিনারে গবেষকদের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আমাই পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা ১১ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আমাই পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীগণের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে তাঁদের উপস্থাপনার আলোকে বিশেষজ্ঞগণের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী ২২শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় বরাবর গবেষণা প্রস্তাবসমূহ সংশোধনপূর্বক জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

আমাইয়ের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনকারীগণ

সংশোধিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে আবেদনকারী/গবেষকগণকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির সভা ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকাল ৩:০০ টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১ (এক) জন এবং ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৬ (ছয়) জনসহ মোট ৭ (সাত) জন আবেদনকারী/গবেষকগণের সংশোধিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়া এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় বরাবর যোগদানের শর্ত পূরণপূর্বক যোগদানের জন্য পত্র প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণায় মনোনয়ন প্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রম	গবেষকদের তালিকা	গবেষণা ক্যাটেগরি
১.	ড. মোঃ মনজুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা
২.	ড. মোঃ রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ফেলোশিপ গবেষণা
৩.	ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	ফেলোশিপ গবেষণা
৪.	ড. মোঃ রওশন জাহিদ, অধ্যাপক, ফোকলোর অ্যান্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	ফেলোশিপ গবেষণা
৫.	ড. মোঃ রেজাউল করিম, অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ	ফেলোশিপ গবেষণা
৬.	ড. মোহাম্মদ টিপু সুলতান, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর	ফেলোশিপ গবেষণা
৭.	ড. ফাহমিদা ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, জেড. এইচ. সিকদার উইমেন'স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা	ফেলোশিপ গবেষণা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আমাই ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের ৩য়/শেষ সেমিনার ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১:০০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) ও প্রতিকল্প কর্মকর্তা, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

সেমিনারে গবেষকদের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী হিসেবে ছিলেন ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আবু ইব্রাহীম মহাঃ নূরুল হুদা, প্রাক্তন অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা; ড. মামুন আল মোস্তফা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব মোঃ অমিত হাসান সোহাগ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তাঁদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

কর্মশালা বিষয়ক প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের আওতায় ইনস্টিটিউটের

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনে দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ কালসীমায় নিম্নোক্ত ০২টি (দুই) কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা-১ঃ 'বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৫ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে 'বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, ড. এস এম আরিফ মাহমুদ ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার 'গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ। তিনি 'বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি' শিরোনামে আলোচনা করেন। 'বিপন্ন ভাষার উপাত্ত সংগ্রহের উপায়' শিরোনামে সর্বশেষ আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

'বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ' শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালা-২ঃ 'কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার এলজিইডির কনফারেন্স রুমে 'কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২৮ (আটাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী, কমিশনার (তদন্ত), দুর্নীতি দমন কমিশন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামনা সাদেক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার জেলা এবং ড. খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রশাসন), আমাই।

'কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন জনাব ছেন টিং, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া এবং জনাব মং হলা চিং। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার বর্তমান অবস্থা শিরোনামে আলোচনা করেন ছেন টিং, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), লেদা উচ্চ বিদ্যালয়, হ্নীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার। কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় করণীয় শিরোনামে আলোচনা করেন মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সেইভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, কক্সবাজার অফিস, কক্সবাজার এবং সর্বশেষ রাখাইন ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উপায় শিরোনামে আলোচনা করেন মং হলা চিং ট্রাস্টি, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অফিসে কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রমিত বাংলাভাষার জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে সর্বমোট ০৫টি (পাঁচ) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: 'চাকুরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৬ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'চাকুরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৬৩ (তেষট্টি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও চাকরির বিধি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ২০১৮' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মো: শওকত ওসমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ; 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; এবং 'আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক, সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-২: 'প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৮-৯ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ জামালপুর জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য 'প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ' শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে জামালপুর জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪১ (একচল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাছিনা বেগম, জেলা প্রশাসক, জামালপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, পিপিএম-সেবা, পুলিশ সুপার, জামালপুর; জনাব আফসানা তাসলিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জামালপুর; জনাব মোহাম্মদ আলী আহসান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জামালপুর। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত প্রশিক্ষণে ১ম দিন 'প্রমিত বানানরীতি' বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব মো: আব্দুল হাই আল হাদী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর; 'বাংলা উচ্চারণসূত্র' বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব বিএম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; 'প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন' অধিবেশনটি পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

উক্ত প্রশিক্ষণে ২য় দিন 'শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: প্রয়োগিক ভাবনা' বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট;

‘প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ’ বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব বিএম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; ‘অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন’ অধিবেশনটি পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ-৩: ‘ডি-নথি ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৯শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ‘ডি-নথি ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের মোট ৩৮ (আটত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক কাজে ডি-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ‘ডি-নথি সিস্টেম পরিচিতি, সিস্টেমে লগইন প্রক্রিয়া, প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন আইকন পরিচিতি, ডাক আপলোড, খসড়া ডাক সংরক্ষণ, ডাক প্রেরণ, প্রেরিত ডাক দেখা, আগত ডাক দেখা, ডাকে সিদ্ধান্ত দেওয়া, ডাক নিষ্পত্তি করা ও ডাক মেন্যুর বিস্তারিত আলোচনা’ বিষয়ে ২টি অধিবেশনে বিশদ আলোচনা করেন জনাব সৈয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশতিয়াক আহমেদ, উপজেলা আইসিটি অফিসার (সহকারী প্রোগ্রামার), উপজেলা আইসিটি কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি। ‘সরকারি দপ্তরে নথিপত্র ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন প্রকার পত্রাদির বিবরণ ও কার্যপদ্ধতি’ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং ‘সমাপনী বক্তব্য’ প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৪: ‘গবেষণা পদ্ধতি’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১০-১১ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ‘গবেষণা পদ্ধতি’ শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ১ম দিন ‘গবেষণা পদ্ধতি’ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; ‘সামাজিক গবেষণার প্রপঞ্চসমূহ’ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দীন ভূঁইয়া, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ‘গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ‘এথনোগ্রাফিক গবেষণার ধরন ও কৌশল’ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. এসএম আরিফ মাহমুদ, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশিক্ষণের ২য় দিন ‘উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল’ বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; ‘গবেষণা প্রস্তাব/প্রতিবেদন লেখার কৌশল’ বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন জনাব তাহমিনা আক্তার, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ‘গবেষণা পদ্ধতির ধরন, প্রকারভেদ’ বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন ড. মো. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৫: ‘দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্যোগে গত ২৩-২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ’ শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৫২ (বায়ান্ন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণে ১ম দিন 'প্রমিত বানানরীতি' বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন অধ্যাপক গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'বাংলা উচ্চারণসূত্র' বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব বিএম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অদ্রি; 'অফিসে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন' সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণের ২য় দিন 'অফিসে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ' বিষয়ে ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ' বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন জনাব বিএম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অদ্রি; 'অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন' সেশনটি পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

আন্তর্জাতিক সেমিনার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২৫শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখে 'Cultural Diversity and Language Documentation' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমদ। উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান ড. সুসান ভাইজের পক্ষে হেড অব এডুকেশন ইউনেস্কো ঢাকা বাংলাদেশের নরিহিদে ফুরোকাওয়া। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক আবুল কালাম। তিনি ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব ব্যাখা করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে রেহানা পারভীন বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ভাষার বাস্তবতা তুলে ধরে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ও ভাষা সংরক্ষণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন।

আন্তর্জাতিক সেমিনার ২০২৫

প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেন এবং পারস্পরিক সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মূল প্রবন্ধে ড. সুসান ভাইজের পক্ষে হেড অব এডুকেশন ইউনেস্কো ঢাকা বাংলাদেশের নারিহিদে ফুরোকাওয়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষা নথিবদ্ধকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদিবাসী ভাষার গুরুত্ব, চ্যালেঞ্জ এবং সংরক্ষণের কৌশল নিয়ে গভীর আলোচনা করেন।

সেমিনারে বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আহমেদুল কবির, প্রফেসর মো: সামিউল হক এবং ড. গোলাম রব্বানী। আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ডেভিড এ. পিটারসন, প্রফেসর ইব্রাহিম হোসেন, প্রফেসর ড. জেং কিয়ং এবং প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

আলোচনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ পদ্ধতি, নৈতিকতা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণের বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে।

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করা ও ভাষাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৪.৩০মি. পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন।

১লা অক্টোবর ২০২৫ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৮৫ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সকল মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো–

- ১৪ই অক্টোবর ২০২৫: খাগড়াছড়ি মিলনপুরের নবারুন চাকমা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এ ধরনের জাদুঘর দেখে খুবই ভালো লাগলো। পৃথিবীর সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা এভাবে প্রদর্শিত ও সংরক্ষিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।'
- ২২শে অক্টোবর ২০২৫: ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ২০০ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের পক্ষ থেকে একজন শিক্ষার্থী আফিফা ফেরদৌস ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আমাদেরকে মাতৃভাষা সম্পর্কে দিয়েছে অমূল্য জ্ঞান, যা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি টান সৃষ্টি করে।'

ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ
২০০ জন শিক্ষার্থীর একাংশের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ১লা নভেম্বর ২০২৫: Spectrum International School, 41/1 Shantinagar dhaka থেকে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন শিক্ষক ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষার্থী আশরাফ শুভ পরিদর্শন শেষে ভাষা জাদুঘর নিয়ে মন্তব্য করেন, 'পুরো পৃথিবীর ভাষা সংস্কৃতির এক অনবদ্য তথ্য ভান্ডার।'

Spectrum International School থেকে শিক্ষার্থীদের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ৩রা নভেম্বর ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্য থেকে মাহবুবা ইসলাম নামে একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, 'পৃথিবীর অনেক ভাষার সম্পর্কে জানতে পারলাম। সেগুলো সত্যিই খুবই ইন্টারেস্টিং।'
- ৫ই নভেম্বর ২০২৫: ঢাকা উদ্যান সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অশ্রুময়ী সাহা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্রময় সম্ভারে সমৃদ্ধ ভাষা জাদুঘরটি সত্যিই অসাধারণ।'
- ১১ই নভেম্বর ২০২৫: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ২০৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ শফিকুল ইসলাম পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'মাতৃভাষার প্রতি সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে গেলো। পাশাপাশি অন্য ভাষা সম্পর্কে জানলাম।'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ২০৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের
২০ জন প্রশিক্ষণার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

- ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৫: World wide Writer's Association-Gi President Mahmmad Shamsul Huq Babu ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অনেক ভালো লেগেছে। অজানা অনেক বিষয় জানতে পারলাম। এটি একটি শিক্ষণীয় জাদুঘর হয়ে থাকবে।'

World wide Writer's Association-Gi President
Mahmmad Shamsul Huq Babu ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে
মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

➢ ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪: সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষার জাদুঘর দেখে ভালো অনুভব হলো। আরও ভালো হতো এখানে যদি এভিডেন্স, রেপ্লিকা আরও বেশি সংযোজিত হতো। বাংলাদেশের যে ভাষাগুলো বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় সেগুলোর স্থান করে দিলে ভালো হয়।'

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

গ্রন্থাগার শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়, জাতীয় অগ্রগতি নির্ধারণেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের জ্ঞানার্জনের প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রন্থাগার একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে। গ্রন্থাগার হলো জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু যা আজীবন শেখা, সাক্ষরতা বৃদ্ধি, গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। গ্রন্থাগার গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও গবেষণার পরিবেশ সরবরাহ করে। গ্রন্থাগার শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, বরং এটি একটি সমাজের প্রগতি, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অপরিহার্য স্তম্ভ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গবেষণামূলক ও প্রকাশনা, সংরক্ষণ, প্রচারের কাজে সহায়তাকারী একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। দেশি, বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠক শ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৪.৩০মি. পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।

আমাই গ্রন্থাগার থেকে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে-

১) পাঠক সেবা: গ্রন্থাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ রয়েছে, যেখানে পাঠক বসে অধ্যয়ন করতে পারেন।

২) রেফারেন্স সেবা: শিক্ষা, গবেষণা বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরকে বৈচিত্র্যধর্মী সংগ্রহ থেকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

৩) গ্রন্থপঞ্জি সেবা: জাতীয় পর্যায়ের কোন গবেষণার প্রয়োজনে বা অন্যান্য গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষক ও পাঠকক্ষে গ্রন্থপঞ্জিমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৪) ফটোকপি সেবা: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গবেষক সদস্যদেরকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বইয়ের আংশিক ফটোকপি সেবা প্রদান করা হয়।

৫) ইন্টারনেট সার্চ ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে সদস্যদের জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা দেওয়া হয়।

৬) ধার সেবা: আমাই গ্রন্থাগার হতে শুধুমাত্র নিবন্ধিত গবেষকগণ বই ধার হিসেবে নিতে পারেন, তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরাও ধার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

৭) ডিজিটাল সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত গবেষকদের প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সেবা দিয়ে থাকে।

সুবিশাল পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি রেফারেন্স কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, অ্যাটলাস ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে এতে একটি স্বতন্ত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠ কক্ষ রয়েছে। যেখানে ৩০ জন পাঠকের বসার সুব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রন্থাগারে ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের জন্য ৪টি কম্পিউটার রয়েছে এবং নিয়মিত একটি দৈনিক পত্রিকা পাঠক কক্ষে রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৪,৩৬৭টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। গত অর্থবছর ৫ শতাধিক বই কেনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে চলতি বছরের ১লা অক্টোবর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮৮ জন সাধারণ পাঠক, শিক্ষক ও গবেষক সেবা গ্রহণ করেছেন। নিবন্ধিত পাঠকদের মধ্যে ০৬ জন পাঠক বই ধার সেবা গ্রহণ করেছেন।

আমাই গ্রন্থাগারে ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

৩০শে অক্টোবর ২০২৫: মোঃ কামরুজ্জামান কবির, সাব রেজিস্ট্রার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেন, "ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অমূল্য সংগ্রহের বইপত্র, সাময়িকীসহ বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন ভাষার সংগ্রহ এইখানে বিদ্যমান, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বর্তমান প্রজন্মের যোগসূত্র হিসেবে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে।"

১১ই নভেম্বর ২০২৫: সানজিদা আক্তার, প্রভাষক (বাংলা), চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ (নায়েম), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেন, "অনেক ভাষা ও সাহিত্যের সংগ্রহ এই গ্রন্থাগার। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমাদের ঘুরে দেখার সুযোগ প্রদানের জন্য।"

০৮ই ডিসেম্বর ২০২৫: ইয়াহিয়া জিসান, প্রভাষক (ইতিহাস), উইল্‌স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা, আমাই লাইব্রেরি পরিদর্শন করে বলেন, "ইতিহাসের নগন্য ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে এ গ্রন্থাগার আমাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি। তবে পরামর্শ হলো- গ্রন্থাগারটিতে এমন আরও কিছু গ্রন্থ যুক্ত করা, যা নতুন প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকে সত্যাসত্যভাবে আরও বেশি তুলে ধরবে। কৃতজ্ঞতা!"

Md. Alauddin, Additional Secretary (Retd), Dhanmondi, Dhaka visits The International Mother Language Institute Library and gives his valuable remark. He says, "This library is a place of good collection of exceptional books, those gives extra pleasure to readers. As a reader and a student of social issue i find an enriched supply of book, journals etc. for quenching my reading interest."

আমাই কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তকরণের পরিকল্পনা করছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণের মাধ্যমে গবেষক ও পাঠকশ্রেণিকে জ্ঞান চর্চা, সৃজনশীলতা বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিবেদন

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/৯ই ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটি ব্যতীত) সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০ পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। লিখনরীতি আর্কাইভের সম্মুখভাগে রয়েছে বাংলাদেশ কর্নার। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হস্তলিপির নমুনা। বাংলাদেশ কর্নারে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি। পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার লিপি যেমন: আজটেক লিপি, নকসি লিপি, জাপোটেক লিপি, মিকসটেক লিপি, ওঘাম লিপি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। এই লিপি দেখে দর্শনার্থীরা লিখনরীতির উদ্ভব সম্পর্কে একটি ধারণা পায় একইসঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার লিখনরীতির বিলুপ্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে তারা অবগত হয়। ভাষা গবেষক ও আগ্রহী দর্শনার্থীবৃন্দ প্রতিনিয়ত এ আর্কাইভ পরিদর্শন করে থাকেন। অক্টোবর ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৮৬ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিমুগ্ধ দর্শনার্থীদের থেকে প্রাপ্ত কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রভাষক স্বপন কুমার হালদার বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, "এখানে এসে এক অনন্য অনুভূতি হলো। এখানে ভাষা জাদুঘর, ভাষা আর্কাইভ দেখে অভিভূত। এত প্রাচীন সংগ্রহ ভাষার উৎপত্তি এবং বর্তমান অবস্থা সবই এক নতুন অভিজ্ঞতা। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও উৎসাহী অন্যান্য সকলের জন্য একটি বড়ো সম্পদ সংরক্ষিত। বর্তমান ও আগামীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমি বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের কামনা করি।"

Resokey Ltd এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাঃ জায়েদুল করিম, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, "বিশ্বের অধিকাংশ বিলুপ্তপ্রায় ভাষার রক্ষাকবচ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আর্কাইভ বাংলাদেশের সকল প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় দলিল। এটি আমাদের দেশের সম্পদ। আমি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।"

ঢাকা উদ্যান সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক অশ্রু ময়ী সাহা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আর্কাইভে সংরক্ষণগুলো সত্যিই অসাধারণ। বিশ্বের ১৫৪টি ভাষার লিপি এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলার লিপিগুলোর সংযোজন অপূর্ব, যা আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে।"

ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভাষা নথিকরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ভাষাগুলোর নথিকরণের উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ক্রম	ভাষার নাম	জেলা
১.	কন্দ	সিলেট ও মৌলভীবাজার
২.	মুন্ডা	খুলনা ও বাগেরহাট
৩.	কোডা	রাজশাহী (তানোর ও বাগমারা)
৪.	পাত্র	সিলেট
৫.	খাড়িয়া	মৌলভীবাজার
৬.	খুমি	বান্দরবান

প্রশাসন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পদসৃজন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ২৯টি (উনত্রিশ) পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ০৯ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি সভা সম্পন্ন হয়েছে।

আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে সেবা ক্রয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত ০৯টি (নয়) ক্যাটেগরির ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা দেশের ১০টি অঞ্চলে আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি অঞ্চলে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি অঞ্চলসমূহে কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে উপকমিটিসমূহের ১ম সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজনের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির আলোকে প্রাপ্ত দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান।

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও ২০শে ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ০২রা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়।

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ১৪ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) প্রজেক্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
- ২৪শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Rotary International D64, Bangladesh কর্তৃক 'সেমিনার' আয়োজন করা হয়।
- ০১লা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়।
- ২২শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Grow Your Reader Foundation কর্তৃক 'টেক কানেক্ট: এমপাওয়ারিং ইয়ুথ টু বিকাম গ্লোবাল সিটিজেনস' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত NUSDF Bangladesh কর্তৃক 'NSUDF Skill Development Summit 2025' আয়োজন করা হয়।
- ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস ২০২৫' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভ্যেনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৪.৩০মি. পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে - মাতৃভাষাপিডিয়া, অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, স্মরণিকা, অন্যান্য।

২০২৫ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষাপিডিয়া ১ম খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ২য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৩য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
২.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা	২০১২	০১
	সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান	২০২৪	০১
	বাংলার শব্দ-মানচিত্র	২০২৫	০১
	বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা	২০২৫	০৭
	ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা: ভোজপুরি-ডোমাই	২০২৪	০১
৩.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়)	২০২৩	০৪
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পর্তুগিজ ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, বাহাসা, মালেয়েশিয়া ভাষায়)	২০২৩	০১
	সিলেটী নাগরীলিপি শিক্ষা	২০২৪	০৫
	কোচ (থার) অভিধান	২০২৪	০১
৪.	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৯ম ও ১০ম	২০২৫	০২
	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১-২	২০২৪	০১
	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২	২০১৮	০১
	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১	২০১৮	০১
	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১-২	২০১৭	০১
	মাতৃভাষা পত্রিকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ১-২	২০১৫	০১
৫.	বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন	২০২৫	০১
	Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome	২০২৫	১০
	বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা	২০২৫	০১
৬.	ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (পাবনা ও নেত্রকোণা জেলা)	২০২৪	০১
	ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (কক্সবাজার ও সিলেট জেলা)	২০২৪	০১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391052
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....

....

....

সম্পাদক: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও বনর্নস কালার স্ক্যান প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।